দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JUL 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সাতক্ষীরা মহিলা কলেজে সংকট

অধ্যক্ষসহ ৮ জন অধ্যাপকের পদ শূণ্য

সাতক্ষীরা, ৩০ জুন (সংবাদদাতা)।— জেলার একমাত্র সরকারী মহিলা কলেজটি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। বিগত ১০৯৭৪ সালে সাতক্ষীরা মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১০৯৮৩ সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী ১০৯৮৪ সালে নভেম্বর মাসে কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়। কলেজের শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচীদের চাকরি আজো পর্যন্ত সরকারীকরণ করা হয়নি।

তাছাড়া ৩ বছর যাবত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নেই। ফলে ছাত্রীদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মিজবাহউদ্দিন টাকা আত্মসাতের অভিযোগে চাকরিচ্যুত হন। আদালতের রায়ে তাকে ৩ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। সেই অবধি অধ্যক্ষের পদ শূণ্য রয়েছে।

কলেজের ইসলামী শিক্ষারও কোন শিক্ষক নেই। বাণিজ্য বিভাগের একজন শিক্ষককে দিয়ে আপাততঃ কাজ চালানো হচ্ছে। ইংরেজীর ২ জন, ইতিহাসের ১ জন, বাংলার ২ জন ও দর্শন শাস্ত্রের ২ জন শিক্ষক না থাকায় ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

কলেজের ছাত্রীদের নিকট থেকে নিয়মিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার এবং লাইব্রেরী ফি নেয়া হলেও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কলেজে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়নি। এবং লাইব্রেরীতে বই নেই বললেই চলে। ফলে ফি দেয়া সত্ত্বেও লাইব্রেরী থেকে ছাত্রীরা কোন বই নিতে পারে না। ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য কলেজে কোন 'কমনরুম' নেই।

তিনি আরো জানান, সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ৫০০ সদস্যের ১০/১৫ জন ঢাকা ও সাভারে কর্মরত আছেন। বাকী সদস্যদের ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক করে গড়ে তুললে কেউ আর ভিক্ষা করবে না। বছরে কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে। বাকী সময় তাদের ভিক্ষা ছাড়া পেট চলে না। হাতের কাজ শেখাব সাথে সাথে অন্ধদের শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যায় বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা সব সুযোগ থেকে দিন দিন বঞ্চিত হচ্ছে।